দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ২১।২।২০০০

পৃষ্ঠা ...১৪ কলাম ...২

47

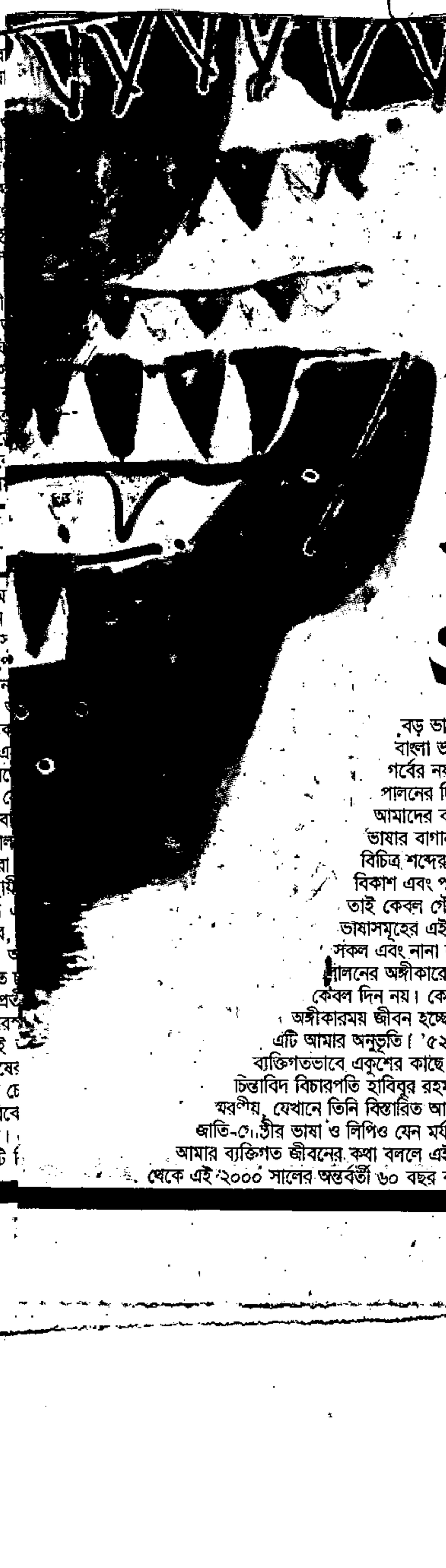

এ

কুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ এখন থেকে ৪৮ ব
ঘটনা। মাতৃভাষার অধিকার কেড়ে নেয়া
একটি জাতির প্রতিবাদ প্রতিহত করার
তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের নির্বিচার
নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল এই বিশেষ তারি
ছিল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গ
হয়েছিলেন বরকত, সালাম, রফিক, জ
প্রতিবাদ থামাতে নিষ্ঠুর নির্যাতন এব
মানুষের আত্মত্যাগের ঘটনা বহু দেশে বহু
এবং ঘটছে। কিন্তু সব ঘটনাই ইতিহাসে
লাভ করে না। কেউ যদি বুলেট নিক্ষেপ
দেয়ালকে ফুটো করে অথবা বক্ষকে বিদী
ঝরায়, সেখানে যে শব্দ ধ্বংসের, যে মৃ
সৃষ্টি হয়, তা সাধারণত সীমিত থাকে সংঘ
স্থান ও কালের মধ্যে। কিন্তু কেউ যদি
ঢিল নিক্ষেপ করে এবং আন্দোলিত
জলরাশির কোন একটি অংশকে, তখন
তরঙ্গ। এই তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে বিন্দু থেকে
সেই ঢেউয়ের বৃত্ত সঞ্চারিত হয় চতুর্দিকে
এই তরঙ্গের অবস্থিতি ঘটতে পারে স

ডঃ আলী আসগর

জলরাশির অবিচ্ছিন্ন সন্ততিতে এবং দীর্ঘকালের ম
আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা এমন তথ্য দাঁড় করিয়েছেন
প্রজাপতি তার ডানার কম্পন বায়ুমণ্ডলে যে আন্দোলন স
প্রচণ্ড ঝড়ের জন্ম দিতে পারে এক প্রলয়ঙ্করি ঘটনারূপে
সংঘটিত এ সব সমবায়ী ঘটনার বৈশিষ্ট্য হলো ঘটন
এবং যে ভৌত মাধ্যমের মধ্যে ঘটনার সূত্রপাত তার
সমুদ্রের জলরাশি এক অবিচ্ছিন্ন দেহ সৃষ্টি করে, ব্যাপক
বলেই নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডের অভিঘাতের দ্বারা সৃষ্ট শব্দ এ
সঞ্চারিত। প্রজাপতির ডানার কম্পন যে ঝড় সৃষ্টি করে
ব্যাখ্যা আরও গভীর ও জটিল। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে
সময় ধরে সূর্যের আলো ও তাপ শোষণ করে, ফলে ব
নাতিস্থায়ী অবস্থা, সেখানে প্রজাপতি ডানার আন্দোল
অস্থিত শক্তিকে শুধু মুক্ত করে দেয়। ফলে আমরা
কেমন করে এত ছোট ঘটনা এত পরিব্যাপ্ত ও দীর্ঘস্থায়ী
করে। ইতিহাসের ঘটনা ঘটে সামাজিক পরিমণ্ডলে
প্রয়োজন এক অবিচ্ছিন্ন সন্ততি, চেতনা ও উপলব্ধির,
রুচির যার ধারক, গভীর অর্থে সংস্কৃতির বাহক
ভাষাকে এখানে গভীর ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করতে
বসবাসকারী মানুষ এমনকি প্রাণিকুল যে সঙ্কেত, প্র
করে, যে ইঙ্গিত বা আচরণের ভিতর দিয়ে পর
যোগাযোগ সৃষ্টি করে—সেটাই ভাষা। মানুষের এই
বেশি সূক্ষ্ম, জটিল, গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানুষের
জগত থাকে বেশি বিস্তৃত। একমাত্র মানুষই কালিক চে
ও অনন্য। সে শুধু পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত নয়, পরিবে
ও সৃজনশীলতায়, উদ্ভাবন ক্ষমতা ও নির্মাণ দক্ষতায়।
স্মৃতিকে ধারণ করে রাখতে সক্ষম তার সহস্রকোটি

সিদ্ধান্ত
ইউনেস্কোকে
ধন্যবাদ। এ
মায়ের ভাষা দি
ভাষা দিবসের প
করেছে। মোদের
আমাদের ঐতিহাসি
একটি নতুন ইতিহাস
এক ধরনের বিশ্ব বিজয়
বস্তুত উনিশ শ' বায়ান্ন
রাজপথে যে মর্মান্তিক ঘট
কোন নজির আছে বলে অ
নেই। সেদিন সালাম, বর
জব্বার এবং আরও কয়েকজন
বাংলা ভাষার মর্যাদা ও অধিকার
তাঁদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলেছিলে
ভাষার ইতিহাস রক্তাক্ষরে লিখিত হ
জাতীয় স্বার্থে প্রাণদানের মহৎ দৃষ্টান্তও
সেই অতুলনীয় আত্মদানের আন্তর্জাতিক
ভাষা সংগ্রামের ত্যাগী শহীদ সালাম,
আমরা চিরঋণী। এ ঋণ শোধের কোন চে
সম্মানের ভগ্নাংশও দেয়া হয়নি। তাঁরা ভা

মাতৃভাষা

২০০০ সালের একুশ অবশ্যই এক নতুন
একুশে ফেব্রুয়ারির বহুমাত্রিকতা ক্রমান্বয়ে
উন্মোচিত হচ্ছে। এমন বিকশিত অবস্থা
ঘটনার সাক্ষাত পাওয়াকে আমি নিজের
বড় ভাগ্য বলে মনে করি।

বাংলা ভাষার ইতিহাসে একুশে ফেব্রুয়ারি কেবল গৌর
গর্বের নয়। বাঙালীর দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার উচ্চারণ
পালনের দিন একুশে ফেব্রুয়ারি।

আমাদের বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষার দেশ কেবলমাত্র এ
ভাষার বাগান নয়—এই বাংলাদেশ বহু বিচিত্র ভাষার বাগান
বিচিত্র শব্দের, উচ্চারণের এবং বর্ণের ভাষার বাগান। এই ব
বিকাশ এবং পরিচর্যাই হবে বাঙালীমাত্রের করণীয় এবং কর্তব
তাই কেবল গৌরব এবং গর্ববোধ নয়; বিচিত্র
ভাষাসমূহের এই বাগানের মধ্যকার ছোট-বড়
সকল এবং নানা বর্ণ এবং উচ্চারণের মাতৃভাষাকে
পালনের অঙ্গীকারের দিন হচ্ছে একুশে ফেব্রুয়ারি।

সরদা

কেবল দিন নয়। কেবল মাসমাত্র নয়। একুশে ফেব্রুয়ারি-জাত জীব
অঙ্গীকারময় জীবন হচ্ছে আমাদের একুশের জীবন।

এটি আমার অনুভূতি। '৫২-র সৈনিক আমি নই। '৫২-র বন্দী আমি। এ
ব্যক্তিগতভাবে একুশের কাছে আমি আমার জীবনের জন্য ঋণী। এমন দিনে
চিন্তাবিদ বিচারপতি হাবিবুর রহমান সাহেবের সাম্প্রতিক সেই উক্তিটি তাই আ
স্মরণীয়, যেখানে তিনি বিস্তারিত আলোচনার ভিত্তিতে বলেছেন : 'এ দেশের ক্ষুদ্র
জাতি-গোষ্ঠীর ভাষা ও লিপিও যেন মর্যাদা পায়।'

আমার ব্যক্তিগত জীবনের কথা বললে এই শুধু বলতে পারি : ১৫ বছর বয়সের, তথা ১
থেকে এই ২০০০ সালের অন্তর্বর্তী ৬০ বছর কালের কিছুটা চেতনাসম্পন্ন, একেবারে সাধারণ